

## ভাব সম্প্রসারণ

### ● ভাব সম্প্রসারণ কথাটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :

‘ভাব’ শব্দটি বহু অর্থবাহক, অর্থাৎ একাধিক অর্থ বহন করে এবং এর ব্যবহারও বহুমাত্রিক। এখানে ‘ভাব’ শব্দটির অর্থ ‘মর্ম’ বা ‘নিগূঢ় অর্থ’। আমরা জানি, সাহিত্যে মাত্রই ভাবাশ্রয়ী। গদ্য কিংবা কাব্য যে কোনো রীতির সাহিত্যে সাহিত্যিকের ‘অনুভূতির ঘাটতা’ লুকিয়ে থাকে। একে বলা হয় সাহিত্যে ভাব। তাহলে শাব্দিক অর্থে, ভাবসম্প্রসারণ বলতে ‘ভাব’-এর তথ্য ‘অনুভূতির গাঢ়তা’ - এর প্রসারণকেই বোঝায়। যে কোনো রীতির সাহিত্যের দু’একটি চরণে বা অংশে একটি ‘ভাব’ বা ‘নিগূঢ় অর্থ’ প্রচ্ছন্ন থাকে, যা মানব জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যথাযথ যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সহজবোধ্য ভাষায় সেই গভীর ‘ভাব’-এর প্রসারণকে ভাব সম্প্রসারণ বলা হয়। সহজ কথায় ভাব সম্প্রসারণ হল প্রাঞ্জল ভাষায় কোনো উদ্ধৃত সাহিত্যাংশের মূলভাবের বিস্তৃতি ঘটানো।

### ● ভাব সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা:

কবি-সাহিত্যিকদের লিখিত প্রতিটি চরণ ও বাক্যাংশ তাৎপর্যপূর্ণ। এতে মানুষের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গূঢ় কথাগুলো তাদের উপমা, অলঙ্কার, যুক্তি ইত্যাদির আবেগে ভাবের গভীরে লুকায়িত থাকে। এ গূঢ় কথাগুলো সর্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার নিরীখেই ভাব সম্প্রসারণের উদ্ভব। গূঢ়ার্থক সাহিত্যকে সহজবোধ্য করার ক্ষেত্রে ভাব সম্প্রসারণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ বক্তব্যকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার কৌশল ও ক্ষমতা রপ্ত করা যায়।

### ● ভাব সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া :

ভাব সম্প্রসারণের কাজটি যথাযথ ও বিশদভাবে করার ক্ষেত্রে নিচের নির্দেশনাগুলো সহায়ক হতে পারে:

#### ১. মূলভাব সনাক্তকরণ

ক. প্রদত্ত চরণ বা বাক্যটি সাধারণত সারগর্ভ বাক্য, ভাবগর্ভ চরণ কিংবা মননগর্ভ প্রবাদ হয়ে থাকে। একাধিকবার অভিনিবেশ সহকারে তা পড়ে নিতে হবে। যেন প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত ভাবটি কী তা বোঝা যায়।  
খ. মূলভাব উপমা, রূপক, প্রতীক বা সংকেতের আড়ালে আছে কিনা তা বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে। ভাব বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে উপমা-রূপক-প্রতীক বা সংকেতের মর্ম উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহলে ভাবের মূল অভিমুখনতা স্পষ্ট হবে। এ রকম স্থলে ভাব সম্প্রসারণে একটি বা দুটি অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ থাকতে পারে। তাতে (ক) উপমা, রূপক ইত্যাদিও অর্থপ্রকাশ এবং (খ) তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হবে।  
গ. প্রদত্ত ভাবসত্য বা বক্তব্য উপনীত হওয়ার পেছনে যেসব যুক্তিসূত্র কাজ করেছে এবং যে ধরনের প্রেক্ষাপটে ভাবসত্যটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় সেগুলো প্রয়োজনমতো উপস্থাপন করতে হবে।

#### ২. ভাবের সম্প্রসারণ

এল ভাববীজকে বিশদ করার সময় সহায়ক দৃষ্টান্ত, তথ্য ও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির ব্যবহার করা চলে। এমনকি প্রয়োজনে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করা যায়। তবে অবশ্যই তা হতে হবে প্রাসঙ্গিক অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের সমাবেশ ঘটলে সম্প্রসারিত ভাব ভারাক্রান্ত ও নীরস হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। কোনো প্রবাদ-প্রবচন বা সুভাসিত উদ্ধৃতি হিসেবে

ব্যবহার করলে তা যথাযথ ও নির্ভুল হওয়া চাই ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেয়ার চেয়ে না দেয়াই ভালো।

#### ৩. ভাষা কৌশল

ভাবসম্প্রসারণের ভাষা যথাসম্ভব সহজ, সরল ও স্পষ্ট হওয়া চাই। দীর্ঘ, কঠিন ও সমাসবদ্ধ শব্দ ও জটিল বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করে চলা উচিত। ভাষা উচ্ছ্বাসময় হবে না, বরং অলংকৃত ও সাহিত্য গুণান্বিত হবে। প্রারম্ভিক বাক্যে সাধারণত সাধারণ ভাবটি উপস্থিত হওয়া উচিত। তা শ্রুতিমধুর, ভাবঘন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হলে ভালো হয়।

#### ৪. গঠন কাঠামো

ক. একই কথার পুনরাবৃত্তি ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দোষের। প্রদত্ত কবিতা বা গদ্যের শব্দ বা শব্দগুচ্ছ হুবহু ব্যবহার করাও সঙ্গত নয়।

খ. ভাব সম্প্রসারণ যেহেতু মূলভাবের সম্প্রসারণ সেজন্য প্রদত্ত রচনাংশের কবি বা লেখকের নাম জানা থাকলেও তা উল্লেখ এর প্রয়োজন নেই। কোনো শব্দের টীকা-টিপ্পনী দেয়ার প্রশ্নও এখানে ওঠে না। ব্যাখ্যার মতো ‘কবি এখানে বলতে চেয়েছেন’, ‘লেখকের ধারণা’ ইত্যাদি বাক্যবন্ধও লেখা উচিত নয়।

গ. ভাবসম্প্রসারণ কত বড় হবে তা পরীক্ষার বেলায় প্রধানত প্রদেয় নম্বরের ওপর নির্ভর করে। এটা যেন প্রবন্ধের মতো দীর্ঘ কলেবর না হয়, আবার আকারে ব্যাখ্যার মতো অনুদীর্ঘ না হয়। সাধারণত শব্দ সংখ্যা হবে দুইশ’ থেকে আড়াইশ’। লাইন হবে বিশ থেকে পঁচিশটি। বিশেষ ক্ষেত্রে এ পরিসরের বাড়তি বা কমতি হতে পারে।

ঘ. ভাবসম্প্রসারণের অনুচ্ছেদ সংখ্যা নির্ভর করে মূল ভাবের ওপর। সে হিসেবে এক বা একাধিক অনুচ্ছেদের ভাবসম্প্রসারণ করা চলে। তবে ভাবসম্প্রসারণ দুই-তিন অনুচ্ছেদেও বেশি না হওয়াই ভালো।

#### ০৫. উদ্ধৃতি ব্যবহার

ভাব সম্প্রসারণে বিখ্যাত মনীষীদের উক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, তা যেন মূলভাব পরিস্ফুটনে সহায়ক হয়। অন্যথায়, অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির ব্যবহার লেখার কিংবা মূলভাবের প্রসারণকে দুর্বল করে তুলবে।

#### ০৬. বিশেষ সতর্কতা

ক. বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

খ. ভাবসম্প্রসারণে কবি/লেখকের নাম বা উদ্ধৃতির উৎস নির্দেশের প্রয়োজন নেই।

গ. ‘কবি বলেছেন’ কিংবা ‘এখানে বক্তব্য হলো’-এ ধরনের প্রকাশভঙ্গি ভাবসম্প্রসারণে পরিত্যাজ্য।

ঘ. ভাবসম্প্রসারণ মানে প্রদত্ত ভাবের প্রসারণ। কাজেই, ভাবসম্প্রসারণে সমালোচনামূলক কোনো মন্তব্য করা অনুচিত।

## গুরুত্বপূর্ণ নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

#### ০১. ‘ভাব-সম্প্রসারণ’ বলতে কী বোঝায়?

ক. ভাষার সম্প্রসারণ  
খ. ভাবের বিস্তৃতি  
গ. ভাবের সংক্ষেপণ  
ঘ. ভাষার উদ্ধৃতি

#### ০২. ভাবের সুসঙ্গত সার্থক প্রসারণকে বলা হয়-

ক. সারাংশ  
খ. মূলভাব  
গ. ভাবসম্প্রসারণ  
ঘ. চিঠি

#### ০৩. যে কোনো রচনার কয়টি দিক থাকে?

ক. দুটি  
খ. চারটি  
গ. তিনটি  
ঘ. পাঁচটি

#### ০৪. যে কাব্যাংশ বা গদ্যাংশকে ভাবসম্প্রসারণ করতে বলা হয় তাকে কী বলে?

ক. কবিতাংশ খ. মূলভাব  
গ. বীজ মন্ত্র ঘ. ভাববীজ

০৫. ভাববীজটির সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী?

ক. বৃহৎ পরিধিতে বিন্যস্ত থাকে  
খ. রূপক, সংকেত বা তাৎপর্যধর্মী শব্দগুচ্ছের আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকে  
গ. রূপক, সংকেত বা তাৎপর্যধর্মী শব্দগুচ্ছের অপ্রচ্ছন্ন সমষ্টি  
ঘ. রূপক, সংকেত বা তাৎপর্যধর্মী শব্দগুচ্ছের অপ্রচ্ছন্ন সমষ্টি

০৬. ভাববীজ কোন ধরনের তাৎপর্য ব্যঞ্জনাতে ধারণ করে?

ক. মানবজীবনের মহৎ আদর্শ খ. মানব চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য  
গ. নৈতিক বিচ্যুতি বা প্রণোদনামূলক ভূমিকা ঘ. উপরের সবগুলো

০৭. ভাববীজ কোন কোন ধরনের হয়ে থাকে?

ক. বিবৃতিধর্মী ও ভাবগাষ্ঠীর্যমস্মিত  
খ. ভাবগাষ্ঠীর্যমস্মিত ও বিদ্রোপাত্মক  
গ. বিবৃতিধর্মী ও বিদ্রোপাত্মক  
ঘ. বিবৃতিধর্মী, ভাবগাষ্ঠীর্যমস্মিত ও বিদ্রোপাত্মক

০৮. ভাব সম্প্রসারণে প্রারম্ভিক বাক্যটি কেমন হওয়া উচিত?

ক. সাধারণ ভাবের বহিঃপ্রকাশ খ. কাব্য ধর্মী  
গ. গুরুগম্ভীর ঘ. উচ্চমার্গীয় সাহিত্যনির্ভর

০৯. ভাব সম্প্রসারণের অনুচ্ছেদ সংখ্যা নির্ভর করে কিসের ওপর?

ক. সময়ের ওপর খ. লেখকের ইচ্ছার ওপর  
গ. মূল ভাবের ওপর ঘ. ব্যাকরণগত নিয়মের ওপর

১০. ভাবসম্প্রসারণের পরিধি সাধারণত কতটুকু হবে?

ক. শব্দ সংখ্যার দিক থেকে ২০০ থেকে ২৫০ শব্দ  
খ. লাইনের হিসাবে ২০ থেকে ২৫ লাইন  
গ. অনুচ্ছেদেও হিসাবে ২ থেকে ৩ অনুচ্ছেদ  
ঘ. ওপরের সবগুলোই ভাবসম্প্রসারণের পরিধি নির্দেশক

১১. ভাব সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য কি?

ক. কবি, সাহিত্যিকদের চিন্তার বিশেষ-ষণ  
খ. বৃহৎ অনুচ্ছেদের মূলভাব সনাক্তকরণ  
গ. বিশেষ কোনো পঙ্ক্তি বা উক্তি নিহিত গুঢ় তাৎপর্য ও ভাব  
বিস্তৃতভাবে প্রকাশ  
ঘ. বিশেষ সংকীর্ণ চেতনাকে বিশদ পরিসরে পর্যালোচনা করা

১২. বাংলা সাহিত্যে ভাবসম্প্রসারণের প্রয়োজন কেন?

ক. কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্যকে ব্যাখ্যা বিশেষ-ষণ করার জন্য  
খ. রচনা লেখার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য  
গ. কোনো বিষয়ের মূলভাব সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য  
ঘ. গূঢ়ার্থক সাহিত্যকে সহজবোধ্য করার জন্য

১৩. “দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য লও এ নগর” এটি কার উক্তি?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মধুসূদন দত্ত

১৪. ভাব-সম্প্রসারণের ভাষা কেমন হওয়া উচিত?

ক. গুরুগম্ভীর খ. দুর্বোধ্য ও জটিল  
গ. তৎসম শব্দবহুল ঘ. সহজ ও প্রাঞ্জল

১৫. ভাব-সম্প্রসারণ সার্থকভাবে করতে হলে কোন বিষয়টির প্রতি মনোযোগদিতে হবে?

ক. উদ্ধৃত বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে বারবার পড়তে হবে  
খ. উদ্ধৃত বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা রাখতে হবে  
গ. বেশি করে লিখতে হবে ঘ. একই কথা পুনরাবৃত্তি করা

● বিভিন্ন রকম নারী প্রসঙ্গ...

১. যে নারী একটি মাত্র সন্তান প্রসব করেছে - কাকবন্ধা।
২. যে নারীর হিংসা নাই - অনসূয়া।
৩. যে নারীর এখনও বিয়ে হয়নি- অনূঢ়া।
৪. যে নারীর পালন অপরের দ্বারা- পরভৃতিকা।
৫. যে নারীর স্বামী - পুত্র নেই- অভীরা।
৬. যে নারীর কেশ সুন্দর- সুকেশা।
৭. যে নারীর দাত সুন্দর- সুদন্তী।
৮. যে নারীর সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে- নবোঢ়া।
৯. যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে - প্রোষিতভর্তৃকা।
১০. যে নারী পূর্বে অন্যের বাগদত্তা ছিল- অন্যপূর্বা।
১১. যে নারী স্বামীর প্রতি অনুরক্তা- পত্নিব্রতা।
১২. অন্য কতক বিবাহিতা- পরোঢ়া।
১৩. যে নারী বীর-বীরাজনা
১৪. যে নারী শিশুসম্প্রদানসহ বিধবা-বালপুত্রিকা
১৫. যে নারী চিত্রে অর্পিতা বা নিবন্ধা-চিত্রাৰ্পিতা
১৬. যে নারী বীর সম্প্রদান প্রসব করে-বীরপ্রসূ
১৭. যে নারী দেহ সৌষ্ঠব সম্পন্না-অঙ্গনা
১৮. যে নারী সুন্দরী-রামা
১৯. যে নারী সাগরে বিচরণ করে-সাগরিকা
২০. যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত-বীরা বা পুরজী
২১. যে নারীর বিয়ে হয়েছে-উঢ়া
২২. যে নারীর নখ শূর্ণের (কুলা) মত-শূর্ণখা
২৩. যে নারীর দুটি মাত্র পুত্র - দ্বিপুত্রিকা
২৪. যে নারীর পঞ্চ স্বামী-পঞ্চভর্তৃকা
২৫. যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে-অধিবিন্ধা
২৬. যে নারীর হাসি সুন্দর-সুস্মিতা
২৭. যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত-শুচিস্মিতা
২৮. যে মেয়ের বয়স দশ বৎসর-কন্যকা
২৯. অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা থাকার পরও যে কনিষ্ঠার বিয়ে হয়-অগ্রোদিধিষু
৩০. গোয়ালার মেয়ে- গোপী

● বিভিন্ন রকম পুরুষ (স্বামী) প্রসঙ্গঃ-

১. যে স্বামীর স্ত্রী বিদেশে থাকে - প্রোষিতভার্যা।
২. যুবতী জায়া যার- যুবজানি।
৩. স্ত্রীর বশীভূত যে - স্ত্রৈণ।
৪. প্রথমা স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় বার দার গ্রহণ - অধিবেদন।
৫. যে (পুরুষ) দ্বার পরিগ্রহ করে নি-অকৃতদার
৬. যে (পুরুষ) দ্বার পরিগ্রহ করেছে-কৃতদার
৭. যে (পুরুষ) প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেছে-অধিবেদা

● বিভিন্ন রকম ইচ্ছা...

৮. বলার ইচ্ছা - বিবক্ষা।
৯. দেখার ইচ্ছা- দিদৃক্ষা।
১০. করার ইচ্ছা- চিকীর্ষা।
১১. শোনার ইচ্ছা- শুশ্রূষা।
১২. হনন করার ইচ্ছা - জিঘাংসা।
১৩. নিন্দা/ গোপন করার ইচ্ছা - জুগুপ্সা।
১৪. পান করবার ইচ্ছা- পিপাসা।
১৫. ভোজন করিবার ইচ্ছা - বুভুক্ষা/ জিঘৎসা।
১৬. বমন করিবার ইচ্ছা- বিবমিষা।
১৭. বেঁচে থাকার ইচ্ছা- জিজীবিষা।
১৮. সেবা করার ইচ্ছা- সিষেবিষা।

বাক্য সংকোচন

১৯. গমনের ইচ্ছা- জিগমিষা।
২০. বিজয় লাভ করার ইচ্ছা- বিজিগীষা।
২১. প্রতিবিধান/প্রতিকার করার ইচ্ছা- প্রতিবিধিৎসা।
২২. যুদ্ধ করার ইচ্ছা- যুযুৎসা।
২৩. প্রবেশের ইচ্ছা- বিবিক্ষা।
২৪. মুক্তি পেতে ইচ্ছুক- মুমুক্শু।
২৫. ক্ষমা করার ইচ্ছা- তিতিক্ষা।
২৬. হরণ করার ইচ্ছা- জিঘীর্ষা।
২৭. সৃষ্টি করার ইচ্ছা- সিসৃক্ষা।
২৮. যে রূপ ইচ্ছা- যদৃচ্ছা।
২৯. রমনের ইচ্ছা- রিরংসা।
৩০. প্রতিকার করার ইচ্ছা- প্রতিচিকীর্ষা।
৩১. উদক (জল) পানের ইচ্ছা- উদন্যা।
৩২. ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা- তিতীর্ষা।
৩৩. দান করার ইচ্ছা- দিৎসা।
৩৪. প্রিয় কাজ করার ইচ্ছা- প্রিয়চিকীর্ষা।
৩৫. বাস করার ইচ্ছা- বিবৎসা।
৩৬. মুক্তি পেতে ইচ্ছা- মুমুক্শা।

#### ● বিভিন্ন রকম ডাক ও ধ্বনি...

১. অশ্বের ডাক- হ্বেষা।
২. বাঘের ডাক- কৃতি।
৩. ময়ূরের ডাক- কেকা।
৪. কুকুরের ডাক- বুদ্ধন।
৫. মেঘের ডাক- মন্দ্র।
৬. হস্তির চিৎকার - বৃংহতি।
৭. হরিণের চামড়া - অজিন।
৮. বীণার বাৎকার -নিক্কন।
৯. সিংহের গর্জন- নাদ।
১০. কর্কশ ধ্বনি- ক্রেঙ্কার।
১১. অলংকারের ধ্বনি- শিঞ্জুন।
১২. গম্ভীর ধ্বনি- মন্ত্র।
১৩. ধনুকের ধ্বনি- টংকার বানবান শব্দ- বানৎকার।
১৪. অতি উচ্চৈঃস্বর- তারস্বর।
১৫. বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি-বাৎকার।
১৬. নৃপুত্রের ধ্বনি- নিক্কন।
১৭. শুকনো পাতার শব্দ- মর্মর।
১৮. সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ- কলে-ল।
১৯. বীরের গর্জন- হুঙ্কার।
২০. বানবান শব্দ- বানৎকার।
২১. গম্ভীর ধ্বনি- মন্দ্র।
২২. বিহংগের ধ্বনি- কাকলি।
২৩. গাধার ডাক- রাসভ।

#### দিবস (দিন) ও রাত্রির বিভিন্ন সময় সংক্রান্ত-

১. দিনের পূর্ব ভাগ- পূর্বাঙ্ক।
২. দিনের মধ্য ভাগ- মধ্যাহ্ন।
৩. দিনের অপর ভাগ- অপরাহ্ন।
৪. দিনের সায় (অবসান) ভাগ- সায়াহ্ন।
৫. রাত্রির মধ্যভাগ- মহানিশা।
৬. রাত্রির শেষভাগ- পররাত্র।
৭. রাত্রির তিনভাগ একত্রে- ত্রিযামা।
৮. যে দিন তিন তিথির মিলন ঘটে- ত্র্যহস্পর্শ।

৯. মাসের শেষ দিন- সংক্রান্তিদি।
১০. দিনের আলো ও রাতের আধারের সন্ধিক্ষণ- সায়াহ্ন।

#### বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত-

১. নিতান্ত দক্ষ হয় যে সময়ে - নিদাঘ।
২. যা অধ্যয়ন করা হয়েছে - অধীত।
৩. যা লাফিয়ে চলে - প-বগ।
৪. অর্থহীন উক্তি- প্রলাপ।
৫. অনাবৃত দেহে রৌদ্র স্নান- সূর্যস্নান।
৬. যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না - অনির্বচনীয়।
৭. যাহা বাক্য ও মনের অগোচর- অবাঙমানসগোচর।
৮. চর্বিত চর্বন প্রক্রিয়া- রোমস্থন।
৯. এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ- বুকনি।
১০. ঠেঙিয়ে ডাকাতি করে যারা- ঠ্যাঙারে।

মিলনের ইচ্ছায় নায়ক বা নায়িকার সঙ্কেত স্থানে গমন- অভিসার।

#### ● বিভিন্ন স্থান প্রসঙ্গ:-

১. যেখানে মৃত জীব-জন্তু ফেলা হয়- ভাগাড়।
২. অশ্ব রাখার স্থান- আস্তাবল।
৩. হস্তী রাখার স্থান- বারী/পিলখানা।
৪. হস্তীর চারণভূমি- প্রচার।
৫. অন্তর্গত অপ যার- অন্তরীপ।
৬. আকাশ ও পৃথিবী- ক্রন্দসী।
৭. যেখানে মাছি পর্যন্ত নাই- নির্মক্ষিক।
৩৭. যার দুই দিক বা চার দিকে জল- দ্বীপ।

#### ● বিভিন্ন উপাদান, বিষয়, প্রক্রিয়া, বস্তু প্রসঙ্গ:-

১. বৃষ্টির জল- শীকর।
২. বছর শেষে আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন- সালতামামি।
৩. ডালিমের কুড়ি- আনার কলি।
৪. ফুলের মধু- মকরন্দ।
৫. মাথার খুলি- করোটি।
৬. পূর্ণিমার চাঁদ- রাকা।
৭. প্রদীপ শীর্ষের কালি- অঞ্জন।
৮. যে-বস্তু পাইতে ইচ্ছা করা যায়- ঙ্গলিত।
৯. ঘর্ষণ বা পেষণ জাত গন্ধ- পরিমল।
১০. আয়ুর পক্ষে হিতকর- আয়ুয্য।
১১. ঋষির দ্বারা উষঃ- আর্ষ।
১২. পা ধুইবার জল- পাদ্য।
১৩. অগ্নি উৎপাদনের কাঠ- অরণি।
১৪. যে আলোতে কুমুদ ফোটে- কৌমুদী (জ্যোৎস্না)।
১৫. যা বচন/বাক্যে প্রকাশযোগ্য নয়- অনির্বচনীয়।
১৬. যা পূর্বে চিন্তা করা যায় নি-অচিন্তিতপূর্ব।
১৭. যা উচ্চারণ করা যায় না- অনুচ্চার্য।
১৮. যা উচ্চারণ করা কঠিন- দুরচ্চার্য।
১৯. যা আগুনে পোড়ে না- অগ্নিসহ।
২০. যা বহন করা হচ্ছে- নীয়মান।
২১. যা বলা হচ্ছে- বক্ষ্যমাণ।
২২. যা মুছে ফেলা যায় না- দুর্মোচ্য।
২৩. জ্বলছে যে অর্চি (শিখা)- জ্বলদর্চি।
২৪. এক থেকে গুরু করে- একাধিক্রমে।

#### ● বিভিন্ন জীব-জন্তু প্রসঙ্গ:-

১. গবাদি পশুর পাল- বাথান।
  ২. দুগ্ধবতী গাভী- পয়স্বিনী।
  ৩. অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতিক- চতুরঙ্গ।
  ৪. উড়ন্ত পাখির ঝাঁক- বলাক।
- ব্যক্তি প্রসঙ্গ:-
১. যে অপরের লেখা চুরি করে- কুস্তীল।
  ২. পায়ে হেটে গমন করে যে- পন্নগ।
  ৩. যে বাঘের চামড়া পরিধান করে- কৃন্তিবাস।
  ৪. হস্তি চালায় যে- মাহুত।
  ৫. সূর্যের উপাসক- সৌর।
  ৬. যে কোনো বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে - বীতস্পৃহ।
  ৭. যার উভয় হাত সমান চলে - সব্যসাচী।
  ৮. ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে - অবিশ্বাস্যকারী।
  ৯. যাহার দাড়ি উঠে নাই - অজাতশত্রুশ্রী।
  ১০. শক্তির উপাসনা করে যে- শাক্ত।
  ১১. যে গমন করে না- নগ।
  ১২. যে গাজার নেশা করে - গৌজেল
- জয়,দমন ও অতিক্রম প্রসঙ্গ:-
১. ইন্দ্রীকে জয় করেছে যে - জিতেন্দ্রীয়।
  ২. ইন্দ্রকে জয় করেছে যে - ইন্দ্রজিত।
  ৩. শত্রুকে হনন করে যে - শত্রুঘ্ন।
  ৪. অরিকে দমন করে যে- অরিন্দম

### গুরুত্বপূর্ণ নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

০১. 'যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে'-এক কথায় কী হবে?  
ক. অকৃতজ্ঞ খ. কৃতজ্ঞ গ. কৃতজ্ঞ ঘ. অকৃতার্থ
০২. 'হনন করার ইচ্ছা'  
ক. হত্যা খ. হননেচ্ছা গ. জিঘাংসা ঘ. জিঞ্জাসা
০৩. অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করে না যে-  
ক. অদ্যল্ড খ. মুখ্য গ. অনভিজ্ঞ ঘ. অবিশ্বাস্যকারী
০৪. 'পূর্বে ছিল, এখন নাই'-এক কথায় কি হয়?  
ক. অতীতপূর্ব খ. অচিন্ত্যপূর্ব গ. ভূতপূর্ব ঘ. অদৃষ্টপূর্ব
০৫. 'জানাবার ইচ্ছা'-এ বাক্যটির বাক্যসংকোচন কি?  
ক. জিগীষা খ. জিঞ্জাসা গ. জিঘাংসা ঘ. জুগুপ্সা
০৬. 'খেয়া পার করে যে'-এর এককথায় প্রকাশ কোনটি?  
ক. মাঝি খ. পাটনী গ. ঘাটাল ঘ. কর্ণধার
০৭. এক কথায় প্রকাশ করুন-'যা বলা হয়নি'  
ক. অউক্ত খ. অব্যক্ত গ. অনুক্ত ঘ. অব্যাক্ত
০৮. ক্ষমার যোগ্য'-এর বাক্য সংকোচন-  
ক. ক্ষমার্ম খ. ক্ষমাপ্রার্থী গ. ক্ষমা ঘ. ক্ষমাপ্রদ
০৯. যা বলা হবে-এর বাক্য সংকোচন কোনটি?  
ক. উক্ত খ. বক্তব্য গ. ভবিতব্য ঘ. অনুমিত
১০. মৃতের মতো অবস্থা যার তাকে এক কথায় কি বলা হয়?  
ক. মুমূর্ষু খ. মুমূর্ষু গ. মুমূর্ষু ঘ. মুমূর্ষু
১১. যিনি বক্তৃতাদানে পটু-  
ক. বাকপটু খ. সুবক্তা গ. বাগ্মী ঘ. অনলবর্ষী
১২. 'একই সময়ে বর্তমান'এ বাক্যের এক কথায় প্রকাশ হলো-  
ক. সমসাময়িক খ. যুগপৎ গ. সতীর্থ ঘ. যুগল
১৩. প্রতিকার করিবার ইচ্ছা-  
ক. প্রতিচিকীর্ষু খ. প্রতিচিকীর্ষা গ. অপচিকীর্ষা ঘ. প্রতিহিংসা

### ১৪. মনে যাহার জন্ম-

ক. মৃণ্ময় খ. মনসিজ গ. মসলিজ ঘ. মহাহুত

### ১৫. যাহা কষ্টে নিবারণ করা যায়-

ক. দুর্লভ খ. দুর্নিবার গ. দুর্জয় ঘ. অনিবারণ

### ১৬. যাহা অতিক্রম করা যায় না-

ক. অনতিক্রম খ. অসম্ভব গ. দূরতিক্রম্য ঘ. অতিক্রম্য

### ১৭. 'যা বলা হয়েছে'-এর বাক্য সংকোচন-

ক. উক্ত খ. উক্ত গ. বক্তব্য ঘ. কথ্য

## উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	খ
০৬	খ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	খ	১০	খ
১১	গ	১২	ক	১৩	খ	১৪	খ	১৫	খ
১৬	গ	১৭	খ						

## সমার্থক শব্দ/ প্রতিশব্দ

সমার্থক (সম + অর্থ + ক) শব্দের অর্থ হল সমার্থ বোধক, সমার্থজ্ঞাপক, সমার্থসূচক, একার্থবোধক, এক বা অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট। অর্থাৎ যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে বা একই অর্থে ব্যবহার করা চলে, তাদেরকে বলা হয় সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ।

### সমার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা

সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ বাংলা ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, সৌন্দর্য রূপায়ণ তথা বাক্যের মাধুর্যময় অবয়ব গঠনে প্রতিশব্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার ভূষণ হল সমার্থক শব্দের ব্যবহার।

### সমার্থক বা প্রতিশব্দের নমুনা

- অভাব : অনটন, দারিদ্র্য, দৈন্য, দীনতা, দুরবস্থা, নিঃসম্বলতা, হীনাবস্থা, গরিবি, অসচ্ছলতা, অপ্রাচুর্য, ন্যূনতা, রিক্ততা।
- অগ্নি : অনল, বহি, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর, জ্বলন, কৃষাণু, শিখাবৎ, শিখিনু, বায়ুসখা, হুতভুক, শুচি, পিঙ্গল, বিশ্বপা, হিমারতি, বায়ুসখা, অনিল, সখ, সপ্তাংশু, সর্বভুক, শিখা।
- অশ্ব : ঘোড়া, ঘোটক, হয়, বাজী, তুরগ, তুরঙ্গম, শ্রেষ্ঠ, বাহন, হ্রেষা, মরুদ্রথ, ঘোটকী, ঘোড়ী, বামী, বড়বা।
- আকাশ : অম্বর, ব্যোম, নভ, গগন, অলঙ্কীক্ষ, শূন্যলোক, আসমান, দ্যুলোক, অভ্র, নীলিমা, শূন্য, অনল্ড, সুরপথ, অম্বরলোক, খলোক, খগোল, নক্ষত্রলোক, ইথার, নভোলোক, নভোমন্ডল, নভস্থল, ছায়ালোক।
- অন্ধকার : আঁধার, আঁধারি, তিমির, তম্বিস, তম, তমসা, শর্বর, আলোকশূন্যতা, আলোকহীনতা, ছায়ালোক।
- ঈশ্বর : আল-ঈ, খোদা, ইলাহী, স্রষ্টা, বিশ্বপতি, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর, জগদীশ, জগৎপতি, জগৎপিতা, জগৎস্রষ্টা, জগন্নাথ, জগন্নাথ, ভাগ্যবন্ধু, আদিনাথ, পৃথ্বীশ, অমরেশ, অলঙ্কারী, লোকনাথ, পরমপুরুষ, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরেশ, পরমেশ, বিভু, ধাতা, জগদ্বন্ধু।
- চাঁদ : চন্দ্র, সুধাকর, শশী, শশধর, শশাঙ্ক, দ্বিজরাজ, বিধু, সোম, চন্দ্রমা, নিশাপতি, নিশাচর, সুধানিধি, হিমাংশু, সুধাংশু, সুধাকর,



- ক. মোদিনী খ. রবি  
গ. আদিত্য ঘ. প্রভাকর
- ২১। 'চন্দ্র' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?  
ক. কুমুদ খ. ধেনু  
গ. শশাঙ্ক ঘ. মিহির
- ২২। 'অগ্নি' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?  
ক. পাবক খ. প্রভা  
গ. কিরণ ঘ. ভানু
- ২৩। 'নগ' শব্দের অর্থ-  
ক. সাপ খ. হাতি গ. পর্বত ঘ. নারদ
- ২৪। 'বিদ্যুৎ'- এর সমার্থক শব্দ -  
ক. যামিনী খ. দামিনী  
গ. কামিনী ঘ. কাদম্বিনী
- ২৫। 'হৃৎকী'র সমার্থক শব্দ -  
ক. তুরগ খ. কুঞ্জর  
গ. অরুণ ঘ. বাজী
- ২৬। 'বিবর্ধন' শব্দের সমার্থক শব্দ -  
ক. উপদ্রব খ. উন্মাদ  
গ. উত্তেজন ঘ. উজ্জ্বল
- ২৭। 'পবন' শব্দের সমার্থক শব্দ -  
ক. পাবক খ. সমীরণ গ. কিরণ ঘ. ভানু
- ২৮। 'বসুমতী' শব্দটির সমার্থক শব্দ -  
ক. ধরিত্রী খ. ফুল  
গ. গিরি ঘ. কানন
- ২৯। 'মরুৎ' শব্দের সমার্থক শব্দ -  
ক. পানি খ. বাতাস  
গ. মাটি ঘ. মরুদ্যান
- ৩০। 'কপাল' শব্দের সমার্থক শব্দ-  
ক. চিকুর খ. ভাল গ. কপোল ঘ. খুলি

### উত্তরমালা

০১	গ	০২	গ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	গ
০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	ঙ
১১	খ	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ
১৬	ক	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ক
২১	গ	২২	ক	২৩	গ	২৪	খ	২৫	খ
২৬	গ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	খ

### অত্যন্ড গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিপরীত শব্দ

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
কাজ	অকাজ	সঞ্চয়	অপচয়	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
উপচয়	অপচয়	উন্নত	অবনত	পথ	বিপথ
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন	উৎকর্ষ	অপকর্ষ	বাদী	বিবাদী
কেজো	অকেজো	যশ	অপযশ	যুক্ত	বিযুক্ত
চেতন	অচেতন	সবল	দুর্বল	সফল	বিফল
চেনা	অচেনা	সুকৃত	দুঃকৃত	সুশ্রী	বিশ্রী
জানা	অজানা	সুখ	দুঃখ	স্মৃতি	বিস্মৃতি

জ্ঞানী	অজ্ঞান	সুলভ	দুর্লভ	ঠিক	বেঠিক
ধর্ম	অধর্ম	সুশীল	দুঃশীল	তাল	বেতাল
নশ্বর	অবিনশ্বর	আসল	নকল	হাল	বেহাল
লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী	আশির্ভূক	নাশির্ভূক	হুঁশ	বেহুঁশ
শাস্ত্র	অশাস্ত্র	লায়েক	নালায়েক	অগ্র	পশ্চাৎ
শিষ্ট	অশিষ্ট	খুঁত	নিখুঁত	অচল	সচল
শুভ	অশুভ	খোঁজ	নিখোঁজ	অনুকূল	প্রতিকূল
শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা	বিরত	নিরত	অস্ফুট	বাহির
সাম্রাজ্য	অসাম্রাজ্য	আশা	নিরাশা	অস্ফুট	বাহির
স্বাভাব	অস্বাভাব, জগম	উৎসাহ	নিরুৎসাহ	অধম	উত্তম
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	দোষী	নির্দোষ	অধমর্গ	উত্তমর্গ
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	ধনী	নির্ধন, দরিদ্র	অল্প	অধিক
অর্থ	অনর্থ	প্রবল	দুর্বল	আঁঠি	শাঁস
আচার	অনাচার	রোগ	নিরোগ	আকুঞ্চণ	প্রসারণ
আত্মীয়	অনাত্মীয়	সচেষ্টি	নিশ্চেষ্টি	আগে	পিছে
আদর	অনাদর	সদয়	নির্দয়	আপদ	সম্পদ
আবশ্যিক	অবাবশ্যিক	সম্বল	নিঃসম্বল	আপন	পর
আবিল	অনাবিল	সরস	নীরস	আদান	প্রদান
আস্থা	অনাস্থা	সাকার	নিরাকার	আদি	অন্ত
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	অজ্ঞ	বিজ্ঞ	আবির্ভাব	তিরোভাব
ইষ্ট	অনিষ্ট	অনুরক্ত	বিরক্ত	আমদান	রপ্তানি
উপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুরাগ	বিরাগ	আয়	ব্যয়
উপকার	অপকার	ইহলোক	পরলোক	আসল	নকল
মান	অপমান	ইহা	উহা	ইতর	ভদ্র
উচ্চ	নিচ	উত্থান	পতন	ইদানিং	তদানিং
উদয়	অস্ত	উন্নতি	অবনতি	উর্ধ্ব	অধ
এলোমেলো	গোছানো	ওঠা	নামা	ওস্তাদ	সাগরেন্দ
কৃত্রিম	স্বাভাবিক	কোমল	কর্কশ	ক্রয়	বিক্রয়
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	খাঁটি	ভেজাল	খাতক	মহাজন
খুচরা	পাইকারি	খোলা	বন্ধ	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গুরু	লঘু	গৃহী	সন্ন্যাসী	গ্রহণ	বর্জন
ঘাটতি	বাড়তি	ঘাত	প্রতিঘাত	চোর	সাধু
চোখা	ভোঁতা	ছাত্র	শিক্ষক	জন্ম	মৃত্যু
জয়	পরাজয়	জড়	চেতন	জাগরিত	নিদ্রিত
জীবন	মরণ	জোয়ার	ভাটা	টাকা	বাসি
ঠকা	জেতা	ঠাণ্ডা	গরম	ডোবা	ভাস
তিরস্কার	পুরস্কার	তেজী	নিশ্চেষ্টি	দাতা	গ্রহীতা
দিন	রাত	দীর্ঘ	হ্রস্ব	দুষ্ট	শিষ্ট
দূর	নিকট	দেওয়া	নেওয়া	দেনা	পাওনা
ধনী	নির্ধন, গরিব	নতুন	পুরাতন	নরম	শক্ত
নিদ্রিত	জাগ্রত	নিন্দা	প্রশংসা	বন্ধন	মুক্তি
বন্ধু	শত্রু	বর	বৌ	বর্ধমান	ক্ষীয়মান
বড়	ছোট	বাচাল	স্বল্পভাষী	বিরহ	মিলন
বেহেশত	দোজখ	বোকা	চালাক	ব্যর্থ	সার্থক

